চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন

এবং

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড

এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০২০ - জুন ৩০, ২০২১

সূচিপত্র

উপক্রমণিকা (Preamble) ৩

পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড-এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র.....৪

সেকশন ১: কোম্পানির রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলি.....৫

সেকশন ২:পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড এর বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল (Outcome/Impact)..৭

সেকশন ৩: কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ৮

সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)..... ১৪

সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি ১৫

সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়/সংস্থা/অন্যান্য বিভাগের উপর নির্ভরশীলতা ১৬

উপক্রমণিকা (Preamble)

সরকারী দপ্তর / সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি,স্বচ্ছতা,ও জবাবদিহিতা জোরদার করা,সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রুপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড

এবং

চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন-এর মধ্যে ২০২০ সালের জুলাই মাসের ৩০ তারিখে এ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এ চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

(Overview of the Performance of Padma Oil Company Limited)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা
সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃক বিগত ০৩ (তিন) বছরে (২০১৭-২০১৮ হতে ২০১৯-২০২০*) মোট ৬৫,৩৫,৬৪২ মে.টন পরিশোধিত জ্বালানি তেল বাজারজাত করা হয়েছে। এছাড়া একই সময়ে সারাদেশে জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা ২৮৯৭৭২ মে.টন-এ উন্নিত করা হয়েছে। বর্ধিত বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানোর জন্য বিদ্যুৎ কেন্দ্র সমুহের চাহিদা মোতাবেক ডিজেল/ফার্নেস অয়েল নিরবিচ্ছিন্নভাবে সরবরাহের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

জ্বালানি তেল গ্রহণ, মজুদ ও সরবরাহ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে জ্বালানি তেল পরিমাপের ক্ষেত্রে প্রধান স্থাপনায় ম্যানুয়েল সিস্টেমের পরিবর্তে আধুনিক রার্ডার টাইপ অটো ট্যাংক গেজিং সিস্টেম , প্রধান স্থাপনাসহ ২১ (একুশ) টি ডিপোর মধ্যে ১৩ টি ডিপোতে ইতোমধ্যে সফ্টওয়্যার ভিত্তিক হিসাব ও বিক্রয় সম্পর্কিত কম্পিউটারাইজড কার্যক্রম চালু হয়েছে। বাকি ডিপো সমূহ একই কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসার কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বোরো মৌসুমে উত্তরাঞ্চলসহ সারাদেশে বিশেষ করে বিগত জানুয়ারী-এপ্রিল ২০২০ সময়ে নিরবিচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারাদেশে পরিবেশবান্ধব ও মানসম্মত কৃষিরাসায়ানিক (Agrochemicals) পণ্য সরবরাহ অব্যাহত রাখা হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ :

চাহিদা মোতাবেক মানসম্পন্ন পেট্রোলিয়াম পণ্য ভোক্তাপর্যায়ে সরবরাহ নিশ্চিত করাই কোম্পানির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। এ ছাড়া কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারাদেশে পরিবেশবান্ধব ও মানসম্মত কৃষি রাসায়নিক পণ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা :

১। কোম্পানির মালিকানাধীন জমিতে আয় বর্ধক বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের আওতায় নিজস্ব অর্থায়নে ইতোমধ্যে চট্রগ্রামস্থ আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকায় ৪২ শতক জায়গার উপর দুটি বেইজমেন্ট ও একটি সেমি বেইজমেন্টসহ ২৩ (তেইশ) তলা বিশিষ্ট প্রধান কার্য্যালয় ভবণ নির্মাণ প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চলছে। এছাড়া ৬ পরিবাগ, ঢাকায় অবস্থিত কোম্পানির নিজস্ব মালিকানাধীন প্রায় ১.৮২ একর জমিতে অতিরিক্ত দুইটি বেইজমেন্টসহ ১২ (বার) তলা বিশিষ্ট অফিস ভবনসমেত বানিজ্যিক ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে ভবনের ড্রইং ডিজাইন চূড়ান্ত করা হয়েছে। শীঘ্রই ঠিকাদার নিয়োগের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হবে।

২। বিভিন্ন ডিপো হতে তেল সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অবকাঠামো ও সুবিধাদি নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়া প্রধান স্থাপনা ও ডিপোসমূহে জ্বালানি তেল গ্রহন ও সরবরাহ কার্যক্রম অটোমেশনের আওতায় আনয়ন,অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সিসি টিভি স্থাপন সহ কোম্পানির বিভিন্ন নির্মাণ কাজ নিজস্ব অর্থায়নে শুরু করা হয়েছে।

৩। ভৈরবে একটি স্থায়ী ডিপো নির্মাণের জন্য দরপত্রে প্রাপ্ত সর্বনিম্ন দরদাতার অনুকূলে কার্যাদেশ প্রদান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৪। বরিশালে একটি স্থায়ী ডিপো নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহনের কার্যক্রম চলমান আছে।

৫। বিমান বন্দরে দ্রুততম সময়ের মধ্যে জেট-এ-১ সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে কোম্পানীর প্রধান স্থাপনা থেকে শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর পর্যন্ত জেট-এ ওয়ান ভূ-গর্ভস্থ পাইপলাইন স্থাপন এবং বিমান বন্দরে জেট-এ ওয়ান হাইড্রেন্ট পাইপলাইন সম্প্রসারণ এর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে ।

৬।ইতোমধ্যে ই-নথি কার্যক্রম লাইভ সার্ভারে শুরু হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে দেশের সকল অফিস ও ডিপোসমূহ এর আওতায় নিয়ে আসার কার্যক্রম চলছে।

৭। কোম্পানীর সকল ক্রয় কার্যক্রম e-GP র মাধ্যমে সম্পন্ন করা শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে অধিকাংশ বিভাগ ই ১০০% e-GP র আওতায় এসেছে। বাকি বিভাগ সমূহকেও এর আওতায় নিয়ে আসার কার্যক্রম চলমান আছে।

৮। চট্টগ্রামস্থ প্রধান স্থাপনায় ১ (এক) টি ৮০০০ মে.টন এবং ১ (এক) টি ৬০০০ মে.টন ২ টি স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ।

৯। কোম্পানির মালিকানাধীন দেশের বিভিন্ন স্থানে অব্যবহৃত জমিতে আর্থিকভাবে লাভজনক প্রকল্প গ্রহন ও বাস্তবায়ন।

১০। রাজশাহী, সৈয়দপুর, যশোর, বরিশাল বিমানবন্দরে এভিয়েশন তেল জেট এ-১ সরবরাহের লক্ষ্যে অবকাঠামোগত সুবিধাদিসহ জমির সংস্থান ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহন। এছাড়া, সরকার কর্তৃক ভবিষ্যতে দেশের কোন স্থানে বিমানবন্দর স্থাপিত হলে সে স্থানের বিমানবন্দরে জেট এ-১ সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় জমির সংস্থানসহ অবকাঠামোগত সুবিধাদি স্থাপন ও আনুষঙ্গিক ইকুইপমেন্ট ক্রয়।

১১। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারাদেশে পরিবেশবান্ধব ও মানসম্মত কৃষিরাসায়ানিক পণ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণ ।

২০২০- ২০২১ অর্থ বৎসরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

১। ভোক্তা পর্যায়ে সুষ্ঠুভাবে জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত কল্পে পেট্রোল পাম্পের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করা হচ্ছে। পেট্রোল পাম্প বৃদ্ধির ফলে কর্মক্ষেত্র বৃদ্ধির সাথে সাথে দরিদ্র জনগোষ্ঠির আয় বৃদ্ধি পাবে।

২। চলতি অর্থ বছরে জ্বালানি তেলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় জনগণ সরাসরি উপকৃত হবে। এতে কর্মঘন্টার অপচয় হ্রাস পাবে এবং নতুন নতুন কল-কারখানা স্থাপিত হবে। ফলে নতুন নতুন চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টি হবে। কর্মক্ষেত্র বৃদ্ধির সাথে সাথে দরিদ্র জনগোষ্ঠির সংখ্যা হ্রাস পাবে।

৩। কৃষি, যোগাযোগ, শিল্প ও বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে জ্বালানি তেলের নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।

৪। কোম্পানির প্রধান স্থাপনার অপারেশন কার্যক্রম অটোমেশনের আওতায় আনয়ন।

৫। পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদির নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।

৬। কোম্পানির সকল অফিস/স্থাপনা/ডিপোর কার্যক্রম এবং ক্রয়,বিক্রয় ও হিসাব সংক্রান্ত কার্যক্রম অটোমেশন এর আওতায় (যেমন- e-GP, ই-নথি, সফ্টওয়্যার ভিত্তিক ইত্যাদি) নিয়ে আসা নিশ্চিতকরণ।

৭। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারাদেশে পরিবেশবান্ধব ও মানসম্মত কৃষিরাসায়ানিক পণ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণ ।